

আল কুরআন
অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু
আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি
.....
এমন লোকের শাস্তি হলো
আল্লাহ, ফেরেশতাগণ এবং
মানুষ সকলেরই অভিসম্পাত।
সূরা আল ইমরান- ৮৭

দৈনিক কীর্তনখোলা

আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

বরিশাল ॥ শুক্রবার ॥ ২৩ অক্টোবর ২০২৬ ॥ ১১ জমাদিউল উলা ১৪৪৮ ॥ ০৭ কার্তিক ১৪৩৩ ॥ ৯ম বর্ষ ॥ ১৩৭ সংখ্যা ॥ ৪ পৃষ্ঠা ॥ ৫ টাকা

নতুন আঙ্গিকে, অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে
বিশ্বমানবের সিমেন্ট
ব্রাহ্মণ্য সিমেন্ট
হাট্টের মজবুত সিমেন্ট
সেবা : ০২৯১০০৬৬৬৬৬, ০২৯১০২৭৭০৪

আ.লীগ ও একটি 'গুপ্ত দল' বিএনপির বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাচ্ছে: রিজভী
কীর্তনখোলা ডেস্ক
রাজধানীর শান্তিনগরে ডেপুটি প্রত্নরোধে লিফলেট বিতরণ শেষে আয়োজিত সমাবেশে কথা বলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত ২ এর পাতায় দেখুন

নাগরিকদের জীবন নিয়ে তামাশা করবেন না: জামায়াত আমির
কীর্তনখোলা ডেস্ক
রাজধানীর বামাইলি উপজেলার সাবেক ভ্যালিতে সশস্ত্র গোষ্ঠীর সঙ্গে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গোলাগুলি ২ এর পাতায় দেখুন



৫৬ বছরের ব্যর্থতায় সড়ক এখন মৃত্যুফাঁদ: গাজী আতাউর রহমান
কীর্তনখোলা ডেস্ক
সড়ক ও গণপরিবহন খাত নিয়ে ৫৬ বছরের পুঞ্জীভূত দুর্নীতি ও ব্যর্থতায় সড়ক এখন মৃত্যুফাঁদে পরিণত হয়েছে বলে মন্তব্য ২ এর পাতায় দেখুন

ডেঙ্গুতে আরও ৪ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে ১৫১২
কীর্তনখোলা ডেস্ক
দেশে নতুন করে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১ হাজার ৫১২ জন। বৃহস্পতিবার (২২ অক্টোবর) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ২ এর পাতায় দেখুন



সাইবার সিকিউরিটিসহ অন্যান্য আইন সংশোধনের কাজ চলছে: তথ্যমন্ত্রী

জোলা প্রতিনিধি
সাইবার সুরক্ষা আইনসহ গণমাধ্যম সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন সংশোধনের কাজ এগিয়ে চলছে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী আদালিউল রহমান। তিনি বলেন, 'সাইবার সিকিউরিটি থেকে শুরু করে অন্যান্য প্রয়োজনীয় আইন আমরা সংশোধন করার উদ্যোগ নিয়েছি। এই প্রক্রিয়া আরও কার্যকর ও যুগোপযোগী করতে চেকহোম, বিজ্ঞাতি চ্যানেলের মালিক ও পত্রিকা সম্পাদকদের সঙ্গে বসে আলোচনা করা হচ্ছে।' জোলা সদরের বিভিন্ন পুজামণ্ডপ পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের তথ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন। তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমরা এমনভাবে একটি টেকসই নীতিমালা প্রণয়ন করতে চাই-যাতে গণমাধ্যমকর্মী, প্রশাসন এবং সাধারণ মানুষ সবাই সমানভাবে সুরক্ষা পান। আইন সংশোধনের এই কার্যক্রম চলমান রয়েছে।' অতিরিক্ত এ বিষয়ে আরও ইতিবাচক ও ফলপ্রসূ পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত ২ এর পাতায় দেখুন

চাল-তেলে ভোক্তার নাভিশ্বাস লাভের টাকায় পকেট ভারী কার?

সংকুচিত হচ্ছে সংসারের বাজেট

পরিবার প্রতি ব্যক্তি মাসে ৪ হাজার
জাতীয় হাঙ্গে ১৯ হাজার কোটি
বিশ্ববাজারে দাম কমে গেছে
চাল-তেলে বাড়তি দামের চাপ নিয়ন্ত্রণে নেওয়া

মুদ্রাস্ফীতির চেয়ে বদমাশী সিটিজেনের কাসসাজিতেই দেশে চাল ও তেলের দাম হাজারকৈ বাড়ছে, যার ফলে দেশের মানুষ নিম্নস্তর বৈ। এ প্রক্টর এক সঙ্কটময় দায়িত্ব বহন করছে

তেলের একাধিক দফা মূল্যসমন্বয় ভোক্তার ব্যয়ে বড় ধরনের চাপ তৈরি করেছে। পর্য্যালোচনায় দেখা যায়, ২০২৪ থেকে ২০২৬ সালের অক্টোবর পর্যন্ত তুলনামূলক চিত্রে মোটা চালের দাম বেড়েছে ২ টাকা ৭ পয়সা বা ৪ দশমিক ২ শতাংশ। সরু চালের দাম বেড়েছে ৪ টাকা ৮৩ পয়সা বা ৬ দশমিক ৬৫ শতাংশ। এছাড়া বোতলজাত সয়াবিন তেলের নির্ধারিত মূল্য ২০২৪ সালের এপ্রিলে লিটারপ্রতি ১৬৭ টাকা থেকে বেড়ে ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরে ২০৪ টাকা বা ২২ দশমিক ১৬ শতাংশ। ২০২৪ সালের অক্টোবর থেকে ২ এর পাতায় দেখুন



বানারীপাড়ায় সেপটিক ট্যাংকে কাজ করার সময় দুই শ্রমিকের মৃত্যু

বানারীপাড়া প্রতিনিধি
বরিশালের বানারীপাড়ায় নির্মাণাধীন ভবনের সেপটিক ট্যাংকে কাজ করার সময় দুই শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে এসএস প্রি-ক্যাডেট স্কুলসংলগ্ন এলাকায় ব্যবসায়ী রিয়াজ হোসেনের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। মৃত দুই শ্রমিক হলেন বানারীপাড়া উপজেলার সলিয়াবাকপুর গ্রামের মজিদ মোস্তার হোসেন মো. সোহাগ (৪২)। স্থানীয় বাসিন্দা ও সৃষ্টি শিক্ষা একাডেমির শিক্ষক জাকির হোসেন বলেন, ভবনটির নির্মাণকাজ চলছিল। দুপুরে শ্রমিকেরা সেপটিক ট্যাংকের বাঁশ খুলতে যান। এ সময় বিঘাত ঘটার কারণে তারা দুজনই ট্যাংকের ভেতরে পড়ে যান। পরে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেওয়া হয়। প্রায় এক ঘণ্টা পর তাদের উদ্ধার করে বানারীপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। বানারীপাড়া ফায়ার সার্ভিস ২ এর পাতায় দেখুন



জর্ডান রোড নিবাসি শাহিন-শামিমের আত্ম মিসেস হোসেন আরা বেগমের রুহের মাগফিরাত কামনায় দোয়া-মোনাজাতে উপস্থিত অ্যাড. মজিবুর রহমান সরোয়ার এমপি

বাবাকে বাঁচাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট দু'ছেলের মৃত্যু, হাসপাতালে বাবা

বোরহানউদ্দিন প্রতিনিধি
ভোলায় বোরহানউদ্দিন উপজেলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট বাবাকে বাঁচাতে গিয়ে দুই ছেলের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে ভায়ের বাবা মো. আলম বাকুর। তিনি বোরহানউদ্দিন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন। বৃহস্পতিবার (২২ অক্টোবর) দুপুরে আনুমানিক ১টার দিকে উপজেলার কাটিয়া ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে আইয়ুব আলীর বসতঘরের পূর্ব পাশের বাগানে এ ঘটনা ঘটে। নিহতরা হলেন- ভোলায় তজুমদ্দিন উপজেলার শহুপুর্ ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের শিবপুর গ্রামের বাসিন্দা আব্দুর রহিম (৪০) ও মো. রাবিক (৩০)। তারা সম্পর্কে

সহোদর ভাই। আহত আলম বাকুর তাদের বাবা। পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সকালে আলম বাকুর তার শ্যালক মো. আইয়ুব আলীর বাড়িতে ২ ছেলে রহিম ও রাবিককে নিয়ে গাছ কাটতে যান। একপর্যায়ে ২ ছেলে গাছের ওপর থেকে বড় বড় ডাল কেটে ফেলেন। আর তাদের ২ এর পাতায় দেখুন

উচ্চতর গ্রেডে বৈষম্য, সরকারকে দুই মাসের সময় বেঁধে দিলেন শিক্ষকরা

কীর্তনখোলা ডেস্ক
মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এমপিওভুক্ত সহকারী শিক্ষকদের উচ্চতর গ্রেড প্রাপ্তিতে বৈষম্য নিরসনে সরকারকে দুই মাসের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন শিক্ষক নেতারা। এ সময়ের মধ্যে দাবি বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া না হলে মানববন্ধনসহ কঠোর কর্মসূচিতে যাওয়ার ইশার্য দিয়েছেন তারা। বৃহস্পতিবার (২২ অক্টোবর) দুপুরে জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ ইশার্যের দেন 'উচ্চতর গ্রেড বৈষম্য নিরসনজাতীয়' মাধ্যমিক শিক্ষক উইং'-এর নেতারা। সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষক নেতারা বলেন, একই এমপিওভুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ২ এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক থেকে পাঠক, সকলের মুক্ত মত.....
হ্যালো ৯৯৯

খাদ্যে ভেজালে কঠোর হোন

পঞ্চাশ লিটার পানিতে কয়েক লিটার জেল (জেল দুধে ল্যাক্টোজ প্রমাণ করে) দুধের ঘনত্ব বাড়ায়), এক লিটার পাম অয়েল(দুধের রঙ ঘসমানা লাগলে এবং ফ্যাট প্রমাণ করে), পাউডার দুধ, চিনি, অল্প পরিমাণ হাইড্রোজেন টেলে আন্তে আন্তে নেড়ে মিশিয়ে নেয়। এরপর দুই আউন্স গরুর দুধের আর্টিফিশিয়াল ফ্লেভার ঢেলে মিশিয়ে নেয়। পঞ্চাশ লিটার দুধ তৈরির খরচ সাফল্যে ১২০০/-, বিক্রি-প্রতি লিটার ৯০-১১০ টাকা পর্যন্ত পরিবেশন করা হয় শহরের বান্দা কান্টমারদের। সেই দুধ আপনি খান, আপনার সন্তানের খাওয়ায়। একই অবস্থা বিভিন্ন ধরনের মশলার ক্ষেত্রেও। ইটের গুড়ো মিশিয়ে দেয়া হচ্ছে মরিচের গুড়ের সঙ্গে। হালুদে ব্যবহার হচ্ছে কাপড়ের রঙ। সেই সঙ্গে অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন পরিবেশেই উৎপাদন করা হচ্ছে এসব পণ্য। সয়াবিন তেলেও ভাড়া পাঠ। মুরগির বিটা চলে যাচ্ছে মাছ চাষের পুকুর কিংবা জলাশয়ে। রোজাকান্ত মরা মুরগি হচ্ছে মাছের খাবার। চাল থেকে শুরু করে সব ধরনের খাদ্যে ভেজাল। লগুনে আয়োজিত পরীক্ষা করলে পাওয়া যায় না। শাক-সবজি সব কিছুতেই জীবাণু। নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ প্রায়শই এর বিরুদ্ধে অভিযান চালান। জরিমানা করেন। এজন্য সাধারণ নাগরিক হিসেবে তাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তবে এ সমস্ত ২ এর পাতায় দেখুন



হোটেলক্ষে শিক্ষক হত্যা মামলায় অভিযুক্ত গ্রেফতার

কীর্তনখোলা রিপোর্ট
শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জ বাজারসংলগ্ন একটি আবাসিক হোটেলে থেকে সহকারী শিক্ষক আবুল বাশারের (৩৯) মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় দায়ের করা চার্জল্যাক হত্যা মামলার অন্যতম প্রধান অভিযুক্ত আতাউর রহমানকে (৫৬) গ্রেফতার করেছে এসআরবি-৮। বুধবার (২১ অক্টোবর) রাতে নোয়াখালীর সোলাইমুজ্জী থানা এলাকা থেকে এসআরবি-৮ ও এসআরবি-১১-এর যৌথ অভিযানিক দল তাঁকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতার আতাউর রহমান শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জ বাজারসংলগ্ন ঢাকা আবাসিক হোটেলের ম্যানেজার। তিনি নোয়াখালীর সোলাইমুজ্জী উপজেলার আফুলশী মিয়াবাড়ী ২ এর পাতায় দেখুন

আগামী ১০ বছরেও শেখ হাসিনার ফেরার সম্ভাবনা নেই: হাফিজ উদ্দিন



ভোলা প্রতিনিধি
জাতীয় সংসদের স্পিকার মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ কীর বিক্রম বলেছেন, আমার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা বলেছে- আগামী ১০ বছরেও শেখ হাসিনা ফেরার সম্ভাবনা নেই। আওয়ামী লীগ তাদের ক্ষমতার সময় এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়েছিল, তখন সমাজের সং, ভালো ও নিরপেক্ষ মানুষের পক্ষে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। তাই এখন নির্বাচনী ব্যবস্থার আমূল সংস্কার প্রয়োজন। বৃহস্পতিবার ভোলা সার্কিট হাউসে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন। আসন্ন স্থানীয় নির্বাচনের প্রসঙ্গে স্পিকার বলেন, সরকার নির্বাচন আবার, সঠিক ও নিরপেক্ষ হওয়া উচিত এবং প্রয়োজন। গত ১৭ বছর নির্বাচন সঠিক হয়নি। তাই আগামী স্থানীয় সরকার নির্বাচন আবার, সঠিক ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হবে। স্পিকার বলেন, একজন মানুষ অর্পণশীল বা বিত্তবান নয়, কিন্তু তার জনপ্রিয়তা আছে এবং সমাজে ২ এর পাতায় দেখুন



পিরোজপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক আলমগীর হোসেনের সুস্থতা কামনায় দোয়া-মোনাজাতে উপস্থিত বিএনপির বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও সিটি প্রশাসক বিলকিস জাহান শিরীন

সাইবার হামলার শঙ্কায় বন্ধ বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইট

কীর্তনখোলা ডেস্ক
পিএমপিএইচপি প্রোগ্রামিং ভাষার দৃষ্টি গুরুতর নিরাপত্তা ঝুঁকি হওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংকের (২২ অক্টোবর) বাংলাদেশ ব্যাংকের হামলার ঝুঁকি এড়াতে সাময়িক বন্ধ রাখা হয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংকের সমস্যা নয়, বিশ্বব্যাপী সতর্কতামূলক পদক্ষেপের অংশ হিসেবে ওয়েবসাইট বন্ধ রাখা হয়েছে। ঝুঁকি বিশ্লেষণ শেষে এটি চালু করা হবে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান জানিয়েছেন। জরুরি ব্যাংকের ওয়েবসাইট।

দৈনিক কীর্তনখোলা
আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন
প্রতিনিধি আবশ্যিক
দৈনিক কীর্তনখোলা পত্রিকার জন্য ঝালকাঠি জেলা: নলছিতি, রাজাপুর, পটুয়াখালী জেলা: পটুয়াখালী, জেলা জেলা: তজুমদ্দিন, লালমোহন, মনপুরা, পিরোজপুর জেলা: মাজিরপুর, নোয়াবাদ ও বরিশাল জেলা: উজিরপুর ও বাবুগঞ্জ প্রতিনিধি আবশ্যিক। প্রার্থীকে অবশ্যই কমপক্ষে এইচএসসি পাস হতে হবে। অগ্রহীরা পত্রিকার ইমেইলে জীবনব্যতীক্ষণই আবেদন করুন।
-মফস্বল সম্পাদক
০১৩০৪১৬৮৪১৯

শত শত শিক্ষকের শিক্ষক, দক্ষিণ বাঙ্গালার প্রখ্যাত বাংলা জ্ঞানপ্রবর্তিত ও ব্যাকরণবিদ বরিশাল সরকারি ব্রহ্মমোহন কলেজ, বাংলা বিভাগের সাবেক বিভাগীয় প্রধান এবং বাংলাদেশ মন্ত্রণালয় শিক্ষাবোর্ডের সাবেক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

অধ্যক্ষ আ. খা. মো. আবদুর রব স্যারের লেখা

বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি
বইটি অনন্য

বইটি প্রকাশের ভিত্তিতে রচিত, তাই উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অধিক নম্বর প্রাপ্তিতে সহায়ক, সম্পাদনা করেছেন: বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের বাংলা ২য়পত্র বিখ্যের প্রধান পরীক্ষক, সরকারি আশুপাড়া কলেজের বাংলা প্রভাষক কবি, গবেষক ও সূচনশীল গ্রন্থ প্রণেতা

পথিক মোস্তফা (এমফিল, ইবি)
বই পাওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন:
01718246162, 01712189338, 01712926836

গদ্য প্রকাশন, বরিশাল

বরিশাল নগরীর যেসব ছানে বইটি পাওয়া যাচ্ছে

বুক ভিল্লা সদর রোড, বরিশাল 01932-314219	ইসলামিয়া লাইব্রেরি শাহরারোড, সদর রোড, বরিশাল 01711-264963	অংকুর লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01708-868515	অংকুর লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01708-868514
খন্দকার লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01711-047767	নিউ মাহবুব লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01763-107720	রহমান বুক হাউজ শাহরারোড, সদর রোড, বরিশাল 01718-670945	মজুমদার লাইব্রেরি হাট রোড, সদর রোড, বরিশাল 01716-139268
অমৃত লাইব্রেরি হাট রোড, সদর রোড, বরিশাল 01719-408049	নিউ কলজ লাইব্রেরি বি.এ.এ. কলেজের সামনে 01726-074663	হক লাইব্রেরি বি.এ.এ. কলেজের সামনে 01724-851658	আশরাফিয়া লাইব্রেরি বি.এ.এ. কলেজের সামনে 01717-488083

সম্মাদকীয় নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত হোক

বিশ্বে প্রতি বছর অনিরাপদ ও ভেজাল খাদ্য খেয়ে ৬০ কোটি লোক অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে ৪ কোটি মানুষের মৃত্যু হয়। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ (বিএফএসএ) আয়োজিত গবেষণার প্রাক-অবহিতকরণ সেমিনারে এসব তথ্য উঠে আসে। খাদ্যে ভেজাল, খাদ্যে বিশ্বক্রিয়ার বিষয়টি নতুন কিছু নয়। সম্প্রতি এর ব্যাপ্তি যে হারে বাড়ছে, তাতে আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে সাধারণ মানুষ। দেশি-আন্তর্জাতিক সব গবেষণায় দেশে খাবারের বিশ্বক্রিয়ার বিষয়টি বারবার উঠে আসছে। ফুটপাট থেকে শুরু করে অজিভাত হোটেল, রেস্টুরেন্ট বা নামিদানি ব্র্যান্ডের পণ্যও এখন নিরাপদ নয়। জনসচেতনতা ও প্রশাসনিকভাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন ব্যতীত ভেজালের দৌরাত্ম্য বন্ধ করা অসম্ভব। বিএফএসএ তথ্য বলছে, দেশে ৭০ ভাগ মৃত্যু হয় অসক্রমক রোগে। তার মধ্যে ডায়রিয়ার কারণে মৃত্যু রয়েছে ৪ নম্বরে। মাইক্রো ও ন্যানো প্রাস্টিকের ব্যবহারের মাত্রা এমন পর্যায়ে গেছে, তা নদী ও সাগরে ছড়িয়ে পড়ছে। মানুষের পান্যের জন্য ক্ষতিকর। আমাদের সাধারণ মানুষের তথ্য নীচ আয়ের মানুষের অন্যতম পছন্দের খাবার পান্সা ও তেলগিয়া মাছে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হচ্ছে। এর মাত্রা এই বেশি যে, শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। খাদ্যে ভেজাল দেয়া কিছু মানুষের চরিত্রগত বদঅভাস। এটা বন্ধ করতে হবে। পাশাপাশি খাদ্যে ভেজালের বিষয়ে মানুষকে সচেতন করা দরকার। বিভিন্ন হোটেল-রেস্তোরায় ভেজাল বা বাসি খাবার বা পচা খাবার সরবরাহের অভিযোগ অহরহ আমরা শুনে আসছি। এ ব্যাপ্তির নাগরিকদের সচেতন হতে হবে। ভেজালবিরোধী অভিযান আমরা প্রায় দৈনিক। কোনোভাবেই সেম এই চক্রকে দমন করা যাচ্ছে না। খাদ্যপান্যে বাকল ও ভেজাল আমাদের দেশের খাদ্য বস্তুসমূহের প্রধানতম পরিণত হয়েছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যে ক্ষতিকর এর এবং অস্বাস্থ্যকর উপকরণের ব্যবহার অহরহ ঘটে। এসব খাবার খেয়ে সাধারণ মানুষ নানা রোগব্যাবিধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন এক গবেষণায় বলছে, শুধু ভেজাল খাদ্য গ্রহণের ফলে দেশে প্রতি বছর প্রায় ৩ লাখ লোক ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে। ডায়াবেটিস আক্রান্তের সংখ্যা দৈন্ত লাখ, কিডনি রোগে আক্রান্তের সংখ্যা ২ লাখ। এছাড়া গর্ভবতী মায়ের শারীরিক জটিলতাসহ গর্ভজাত বিকলাঙ্গ শিশুর সংখ্যা প্রায় ১৫ লাখ। এই পরিণতখ্যাটি আমাদের ভাবিয়ে না ভুলে পায় ১৫ লাখ, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য মানুষের মৌলিক চাহিদা। এর মধ্যে খাদ্য একটি প্রধান ও অন্যতম মৌলিক চাহিদা। জীবনধারণের জন্য খাদ্যের কোনো বিকল্প নেই। সুস্বাস্থ্যের জন্য প্রত্যেকটি মানুষের প্রয়োজন বিদ্রুদ্ধ ও পুষ্টির খাদ্য। আর এ বিদ্রুদ্ধ খাদ্যই যদি আমাদের রূপান্তরিত হয়, তা গ্রহণের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। ২০১৫ সালে গঠন করা হয়েছিল নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ। তেলোবিরোধী সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি তারা কাজ করছে নিরাপদ খাদ্যপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে।

বানারীপাড়ায় সেপটিক ট্যাংকের কাজ

স্টেশনের স্টেশন কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন জানান, বেশা পৌনে ১৩টার দিকে তারা ঘটনাস্থলে গিয়ে দুই শ্রমিককে সেপটিক ট্যাংকের ভেতরে পড়ে থাকতে দেখেন। ট্যাংকের ভেতরে বিষাক্ত গ্যাস থাকায় উদ্ধারকর্মীরা প্রথমে সেখানে নামতে পারেননি। পরে অগ্নিনিজ্ঞান ব্যবহার করে গ্যাস অপসারণের পর স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় দুই শ্রমিককে উদ্ধার হয়। তাদের বানারীপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

ডেঙ্গুতে আরও ৪ জনের

ডেঙ্গু বিষয়ক নিয়মিত বুলেটিন এ তথ্য জানানো হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, এ নিয়ে চলতি বছর ডেঙ্গুতে মোট ৩৬৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে অক্টোবরের প্রথম ২১ দিনে মারা গেছে ১২৪ জন। এছাড়া সেক্টরখরে সর্বোচ্চ ১৪৮ জন, আগস্টে ৪৩ জন, জুলাইয়ে ৩৬ জন, জুন ১৩ জন, মে মাসে একজন এবং জুলায়ির ও ফেব্রুয়ারিতে দুজন করে ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়েছে। বুলেটিনে বলা হয়, বুধবার সকাল ৮টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ১ হাজার ৫১২ জন ভর্তি হয়েছেন। এ নিয়ে চলতি বছর হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ১৮ হাজার ৫০২ জনে। গত ২৪ ঘণ্টায় সস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়েছেন ১ হাজার ৪৫৫ জন। এ পর্যন্ত মোট ১ লাখ ১২ হাজার ১১১ জন সস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন। গত ২৪ ঘণ্টায় সবচেয়ে বেশি রোগী ভর্তি হয়েছেন ঢাকা বিভাগে ৫০৭ জন। এছাড়া চট্টগ্রামে ২৯৪ জন, খুলনায় ২০৬ জন, বরিশাতে ২৩১ জন, রাজশাহীতে ১৬২ জন, ময়মনসিংহে ৬০ জন, রংপুরে ৪৪ জন এবং সিলেট বিভাগে ৮ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন।

৫৬ বছরের ব্যর্থতা মড়ক

করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সভাপতি মাওলানা গাজী আতাউর রহমান বুর্খান্দিবার (২২ অক্টোবর) জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উপলক্ষে দেওয়া এর ব্যাপীতে তিনি এসব কথা বলেন বালীতে তিনি বলেন, সড়কে প্রতিদিন গড়ে নিহত হচ্ছে ৬৬ জন, পশ্চু বরণ করছে ১০৪ জন। বছরের হিসাবে ৩০ লাখের বেশি মানুষ আহত হয়। তাদের মধ্যে প্রায় ৩৬ হাজার মৃত্যু হয়েছে। ২৪ হাজার ২৩৩। প্রতি ১ লাখ মানুষের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হার ১৪ দশমিক ৬৭। সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তদের ৮৪ দশমিক ৬ শতাংশ পুরুষ এবং ১৫ দশমিক নারী।

নাগরিকদের জীবন নিয়ে

এবং প্রায় দুই হাজার পর্যটক আটকে পড়ার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন জামায়াতে ইসলামীরা আমির ও বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমান। বুর্খান্দিবার নিজের ডেরিকালডে ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে তিনি লিখেন, ‘রাষ্ট্রমন্ডল জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেককে কেন্দ্র করে কী হয়েছে? ভূয়া গোয়েন্দা তথ্যের পেছনে না দাঁড়িয়ে সঠিক গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।’ সাধারণ নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জোর দাবি জানিয়ে শফিকুর রহমান বলেন, ‘সাধারণ নাগরিকদের জীবন নিয়ে তামাশা করার অধিকার কারো নেই। সময় থাকতে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করুন।’

আ.লীগ ও একটি ‘গুপ্ত দল’

মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীপ্রকাশিত: ২২ অক্টোবর ২০২৬। ১:৩৫ পিএমকার্যক্রম নিষিদ্ধ আগুয়ামী লীগ ও একটি ‘গুপ্ত দল’ যৌথভাবে চক্রান্ত ও অপপ্রচারে জড়িত বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। তিনি বলেন, পরাজিত শক্তি ও এই দলের আচরণ এবং কন্ধ্যাবর্তায় মিল রয়েছে। অতীতের মতো এখনো তারা বিএনপির বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।বুহুস্পতিবার (২২ অক্টোবর) দুপুরে রাজধানীর শান্তিনগরে ডেঙ্গু প্রতিরোধে জনসচেতনতাভারুক লিফটন্ট বিতরণ শেষে আয়োজিত সমাবেশে এসব কথা বলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব রিজভী বলেন, আগুয়ামী লীগ ছিল একটি অপপ্রচারকারী দল। তাদের সঙ্গে এক ধরনের হয়েছে আরেকটি গুপ্ত দল। প্রমাণ আছে, তাদের মধ্যে এক ধরনের সম্পর্ক রয়েছে। তারা নিজেরাই বলেছিল, আগুয়ামী লীগকে মাফ করে দেন। সুতরাং যার যে প্রমাণ থাকার কথা, তা আছে। পরাজিত শক্তির আচরণ এবং এই দলটির আচরণ একই রকম।

চাল-বলনে ভোক্তার নাতিশাস

ও সফ্র, তিন ধরনের চালের নামই বেড়েছিল। এর মধ্যে সফ্র চালের দাম সবচেয়ে বেশি বেড়েছিল। মোটা চালের কেজিপ্রতি গড় দাম ৫১ টাকা ৪৩ পয়সা থেকে বেড়ে ৫২ টাকা ২৮ পয়সা হয়। অর্থাৎ, এক বছরে দাম বেড়েছিল ৮৫ পয়সা বা ১ দশমিক ৬৫ শতাংশ। মাকারি চালের দাম ৬১ টাকা ২৫ পয়সা থেকে বেড়ে ৬২ টাকা ৪৩ পয়সায় দাঁড়ায়। এতে কেজিতে দাম বেড়েছিল ১ টাকা ১৮ পয়সা বা ১ দশমিক ৯৩ শতাংশ। এছাড়া সফ্র চালের কেজিপ্রতি গড় দাম ৭২ টাকা ৬৩ পয়সা থেকে বেড়ে ৭৭ টাকা ১০ পয়সা হয়। অর্থাৎ, দাম বেড়েছিল ৪ টাকা ৪৩ পয়সা বা ৬ দশমিক ৯ শতাংশ। বাজারের পাইলটির দর এবং কয়েকটি এলাকার খুচরা বাজারের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে মোটা চালের দাম ৫২ থেকে ৫৫ টাকা, মাকারি চাল ৬২ থেকে ৬৫ টাকা এবং সফ্র চালের দাম ৭৫ থেকে ৮০ টাকা। পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায়, মোটা চালের বর্তমান গড় দর ৫৩

টাকা ৫০ পয়সা, যা ২০২৪ সালের অক্টোবরের তুলনায় বেড়েছে ২ টাকা ৭ পয়সা বা ৪ দশমিক ০২ শতাংশ এবং ২০২৫ সালের অক্টোবরের তুলনায় বেড়েছে ১ টাকা ২২ পয়সা বা ২ দশমিক ৩৩ শতাংশ। এছাড়া সফ্র চালের বর্তমান গড় দর ৭৭ টাকা ৫০ পয়সা, যা ২০২৪ সালের অক্টোবরের তুলনায় বেড়েছে ৪ টাকা ৮৩ পয়সা বা ৬ দশমিক ৬৫ শতাংশ এবং ২০২৫ সালের অক্টোবরের তুলনায় বেড়েছে ৪০ পয়সা বা শূন্য দশমিক ৫২ শতাংশ। আর মাকারি চালের বর্তমান গড় দর ৬২ টাকা ৫০ পয়সা বিবেচনায় নিলে তা ২০২৪ সালের অক্টোবরের তুলনায় প্রায় ১ টাকা ২৫ পয়সা বা ২ দশমিক ০৪ শতাংশ এবং ২০২৫ সালের তুলনায় ৭ পয়সা বা শূন্য দশমিক ১১ শতাংশ বেশি। পাইকারি ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, জ্বালানি তেলের দাম বাড়ায় পরিবহন খরচ বেড়েছে। পাশাপাশি ধানের দাম বৃদ্ধির প্রভাবও চালের বাজারে পড়ছে। বাজারের রাইস এজেন্সির স্বত্বাধিকারী আব্দুল সত্তার বলেন, জ্বালানি তেলের দাম বাড়ায় ট্রাকভাড়া বেড়েছে। পরিবহন খরচ বেশি হওয়ায় চালের দামে এর প্রভাব পড়ছে। এতে কয়েক ধরনের চালের বস্ত্তপ্রতি দাম ৫০ থেকে ১০০ টাকা বেড়েছে। সব মিলিয়ে দাম কিছুটা উর্ধ্বমুখী। চালের বাজারে আন্তর্জাতিক দরের সঙ্গে দেশীয় দামের সম্পর্কও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৪ সালের আগস্টে থাইল্যান্ডের ৫ শতাংশ ভাড়া চালের আন্তর্জাতিক দর টনপ্রতি ৫৮৯ ডলার ছিল। ২০২৫ সালের জুলাইয়ে তা কমে ৩৯২ ডলারে নেমে আসে। অর্থাৎ, ওই দুই সময়ের মধ্যে টনপ্রতি দর কমেছে ১৯৭ ডলার বা প্রায় ৩৩ দশমিক ৪৫ শতাংশ। আসলে চালাও ও তেলের দাম বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। চাল বা স্লে, দাম বাড়ার পেছনে একটি সিঁড়িতেটির কারসাজি কাজ করে। চাল দেশে উপাদানিত হয়। চালের বাজার অস্থির হওয়ার কোনো কারণ দেখি না। ভোক্তাভেল আমদানির্নর, ফলে দামের তারতম্য হতে পারে। কিন্তু দাম যতটা বৃদ্ধি পাওয়ার কথা, তার চেয়ে অনেক বেশি মাত্রায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখানে ব্যবসায়ী মহলের একটা সিঁড়িতেটি কাজ করছে। দাম বৃদ্ধির জন্য যতটা না মূল্যস্জীতি দারী, তার চেয়ে ব্যবসায়ী সিঁড়িকেরে কারসাজি বেশি দারী। বিবাজারের চালের দামে এই এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি স্বস্তিদায়ক পনদের পরও থাইল্যান্ডের আন্তর্জাীয় খুচরা বাজারে তার কোনো ইতিবাচক প্রভাব দেখা যায়নি; বরং দেশের বাজারে ওই সময়ে চালের দাম হয় অন্য ছিল, না হয় ক্র্যাটপারভেদে আরও বৃদ্ধি পেয়েই। অর্থনীতির্দিশ ও খাদ্য বিশ্লেষণ বিশ্লেষণকদের মতে, বিশ্ববাজারে চালের দর ৩৩ শতাংশের বেশি কমলমে দেশের সাধারণ ভোক্তা এর সুফল পাননি। এর পেছনে বেশ কয়েকটি কাঠামোগত ও অর্থনৈতিক কারণ সক্রিয় ছিল। প্রথমত, বিশ্ববাজারে পন্যের দাম কমলেও মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার পারাবাহিক চিহ্ন পাওয়া যায়। ২০২৪ সালের এপ্রিলে এক লিটার বেলজলন্ড সয়াবিন তেলের নিরাতি্র দাম ছিল ১৬৭ টাকা। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে তা ১৭৫ টাকা, ২০২৫ সালের এপ্রিলে ১৮৭ টাকা এবং অক্টোবরে ১৯৫ টাকা হয়। ২০২৬ সালের এপ্রিলে দাম ১৯৯ টাকা এবং সেপ্টেম্বরে ২০৪ টাকা নির্ধারণ করা হয়। বোতালজাত সয়াবিনের নির্ধারিত মূল্যের এই ধারাবাহিকতায় দেখা যায়, ২০২৪ সালের এপ্রিলের ১৬৭ টাকা থেকে ওই বছরের ডিসেম্বরে দাম বেড়েছিল ৮ টাকা। ২০২৫ সালের এপ্রিলে আগের দরের তুলনায় বৃদ্ধি পায় ১৪ টাকা। একই বছরের অক্টোবরে দাম আরও ৬ টাকা বেড়ে হয়েছে ১৯৫ টাকা হয়। ২০২৬ সালের এপ্রিলে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১৯৯ টাকা। একই বছরের সেপ্টেম্বরে দাম আরও ৫ টাকা বেড়ে ২০৪ টাকা নিরাণর করা হয়। ২০২৪ সালের এপ্রিলের ১৬৭ টাকা থেকে ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরে দাম বেড়েছে ৩৭ টাকা বা ২২ দশমিক ১৬ শতাংশ। ৫ লিটারের বোতল কিনলে এই দুই দরের ব্যবধানে ভোক্তকে প্রতি বোতলে ১৮৫ টাকা বেশি দিতে হচ্ছে। অন্যদিকে, ২০২৪ সালের আগের প্রকাশ্যে বাজার প্রতিবেদনে খোলা সয়াবিন তেল লিটারপ্রতি ১৫৫ থেকে ১৫৮ টাকায় বিক্রির তথ্য পাওয়া গেছে। ২০২৫ সালের অক্টোবর থেকে খোলা সয়াবিনের যেখিত দাম ছিল ১৭৭ টাকা এবং বর্তমানে খোলা সয়াবিন প্রতি কেজি ১৮২ থেকে ১৮৬ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। তেলের ক্রমেই দাম নির্ধারণে আন্তর্জাতিক বাজার, আমদানি ব্যয়, ডলারের বিনিময় হার, স্ফ ও ভাট, পরিধেয়ন এবং পরিবহন ব্যয়ের প্রভাব রয়েছে বলে মনে করছেন বাজারসংশ্লিষ্টরা।

উচ্চতর গ্রেডে বৈষম্য, সরকারকে দুই

মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার সরকারী শিক্ষকদের উচ্চতর গ্রেডে প্রাপ্তিতে ভিন্ন নীতিমালা কার্যকর রয়েছে। তেে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সরকারী শিক্ষকরা একই ধরনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তারা বলেন, মাদ্রাসার এমপিও নীতিমালা-২০১৬-এর ১১.৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রথম উচ্চতর গ্রেড দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথম এমপিওভুক্তির সময় বিবেচনা করা হয়। অন্যদিকে, স্কুল-কলেজের এমপিও নীতিমালা-২০১৫ এর ১১.৭ অনুচ্ছেদে ভিন্ন শর্ত থাকায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সরকারী শিক্ষকদের ক্ষেত্রে একই সুবিধা কার্যকর হচ্ছে না। তাই এ বৈষম্য নিরসনে স্কুল-কলেজের এমপিও নীতিমালা সংশোধন করে মাদ্রাসার নীতিমালার সঙ্গে সামঞ্জস্য আনার দাবি জানান শিক্ষক নেতারা। বিএড ডিভির কার্যে উচ্চতর গ্রেড পেতে বিবধ হওয়ায় অনেক শিক্ষক আর্থিক বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন বলেও দাবি করেন তারা। একইসঙ্গে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ এ ডিভির কারণে শিক্ষকদের আর্থিক সুবিধা পেতে বিবধ তথ্য আনাক্ষিক্ত।

হোটেলকক্ষে শিক্ষক হত্যা

এলাকার বাসিন্দা। বুর্খান্দিবার (২২ অক্টোবর) এসআরবি-৮, বরিশালের পাটানো এ একটি বস্ত্ত বিজ্ঞোতে এ তথ্য জানানো হয়। সবদা বিজ্ঞিত ও মামারার এজাহার সূত্রে জানা গেছে, গাণ্ডীপুরের কোনোবাটা এলাকার বাসিন্দা আবুল বাসার খোলাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ছিলেন। গত ১৮ অক্টোবর তিনি বাড়ি থেকে বের হওয়ার পর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে তার যোগাযোগে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। একপর্যায়ে তাঁর ব্যবহৃত মোবাইল ফোন থেকে স্ত্রী ও অন্যান্য স্বজনের কাছে মারবরের ছবি পাঠানো হয়। একই সঙ্গে চিকিৎসার খবরে কথা বলে বিকাশে মাধ্যমে টাকা দাবি করা হয়। বিষয়টি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় পরিবারের সদস্যরা আইনসুজ্ঞাল রক্ষাকারী বাহিনীর শরণাপন্ন হন। পরে গত ২০ অক্টোবর শরীয়তপুর জেলার ভেদগঞ্জ বাজারবংগু ঢাকা আদালত হোটেলের হুদীয়া তলার একটি কক্ষ থেকে কল্যাণবাবার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় নিহত শিক্ষকের ভাই বামী হয়ে ভেদগঞ্জ থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। মামলার নম্বর ১৬, তারিখ ২০ অক্টোবর ২০২৬। এতে দর্ভবিরণ ৩০২/৩৪ প্রাথম অভিযোগ আনা হয়েছে। ঘটনাটি ইলেক্ট্রনিক ও প্রিট গণমাধ্যমে এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি করলে মামলাটির গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে ছায়া তদন্ত শুরু করে এসআরবি-৮-এর সিপিপি-৩, মাদারীপুরের একটি দল। পরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ও তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় এসআরবি-৮, সিপিপি-৩, মাদারীপুর এবং এসআরবি-১১, সিপিপি-৩, নোয়াখালীর একটি বৌধ অভিবাসীর দলও নোয়াখালীর সোনাইমুড়ী এলাকায় অভিযান চালিয়ে মামলার অন্যতম প্রধান সূত্রভূক্ত আতাউর রহমানকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়।

সাইবার হামলার শঙ্কায় বন্ধ

সমস্যার কারণে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে (বিবি) ওয়েবসাইটটি বন্ধ রয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সূত্র জানার, ওয়েবসাইটের নিরাপত্তা দুর্বলতা শনাক্ত ও সমাধানের কাজ করছেন সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তিবিদরা। এই কারণে সিপিএসিপিডিক্ট কয়েকটি ব্যাংকের ওয়েবসাইটও সাময়িকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে।আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম এএফপি প্রতিবেদন অনুযায়ী, পিএইচটির জটীক কাজে লিপিয়ে হামলাকারীরা পাসওয়ার্ড হাড়াই দূর থেকে সার্ভারে অননুমোদিত নির্দেশনা কার্যকর করতে পারে। এতে সার্ভারের ফাইল, ডেটাবেস ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বৃকিতে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এ কারণে ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস ও বেলজিয়ামের বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান ও ডিজিটাল সেবাও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে।তবে পিএইচপি ব্যবহার করা সব ওয়েবসাইটই বৃকিতে রয়েছে, এমন নয়। ব্যবহৃত মাল্গু, নিরাপত্তা হালনাগাদ ও সার্ভারের সুরক্ষাব্যবস্থার ওপর স্ক্রির সক্রিয়তা করণ।

আগামী ১০ বছরেও শেখ হাসিনার

গ্রহণযোগ্যতা আছে, তাদের নির্যাতন করার মতো সুযোগ দেওয়া উচিত। এ জন্য নির্দায় কমিশনকে এমন একটি পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হবে, যাতে করে সাধারণ মানুষের নির্বাচন করার সুযোগ হয়।

ভোলার খনিজ গ্যাসের সম্ভাবনা তুলে ধরে স্পিকার আরও বলেন, এ জেলায় পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস আছে। এ গ্যাস সারা দেশের বর্তমানের রিজার্ভ সমান দেখা যাচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে ভোলায় আরও গ্যাস ভান্ডার রয়েছে। ভোলার সাধারণ মানুষের গ্যাস প্রয়োজন। ভোলাবাসী অনেক দিন ধরে কষ্ট করছে। গ্যাসতো ভোলাবাসীর নায্য অধিকার। তাদের দীর্ঘদিনের দাবি। এই বিষয়ে আমি জ্বালানিমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব। নিজ নির্বাচনী এলাকা লালমোহন-তজুমদ্দিনে তিন দিনের সফর শেষে স্পিকার বেলা সাড়ে ১১টায় ঢাকার উদ্দেশ্যে জোলা ত্যাগ করেন।

বাবাকে বাঁচাতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট

বাবা আলম বজার গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ভালপালাগুলো ছোট করছিলেন। এ সময় হঠাৎ পাশে থাকা একটি বৈদ্যুতিক কেবল ছিড়ে গাছের নিচে থাকা আলম বজার বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। বাবাকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হতে দেখে গাছে থাকা ছোট ছেলের রাব্বিব দ্রুত নিচে নেমে তাকে বাঁচাতে যান। এ সময় তিনিও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। পরে গাছে থাকা বড় ভাই রহিম বিষয়টি দেখে নিচে নেমে এলে তিনিও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। পরবর্তীতে স্থানীয়রা বিষয়টি দেখতে পেয়ে ৩ জনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে বোরহানউদ্দিন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক রহিম ও রাব্বিবকে মৃত ঘোষণা করেন। তাদের বাবা আলম বজার ওই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বিষয়টি নিশ্চিত করে বোরহানউদ্দিন থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশ্রাব আলী বলেন, খবর পেয়ে থানা-পুলিশ ঘটনাস্থলে গেছে। নিহতদের মরদেহ হাসপাতালে রয়েছে। এ ঘটনায় আইনগুণ ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম চলছে।

সাইবার সিকিউরিটিসহ অন্যান্য আইন

করেন তিনি। তোলা সদরের মোট ২৯টি মজুপ ২৯ লাখ টাকা ব্যয়ান্তে অনুদান প্রদান করেন পূজামণ্ডল। বুধবার রাতভর তিনি জেলা শহরের বিকাশ মন্ত্রণালয় বাড়ির পূজামণ্ডল, অনুজকাহালী সেনের পূজামণ্ডল, মমনমোহন মন্দির, ওয়েস্টার্ন পাড়ার শতলক বিকাশ ক্লাব সল্গু পূজামণ্ডল, মিরিলালা সাহার বাড়ির পূজামণ্ডল, লক্ষ্মী গোবিন্দ মন্দির, বাড়া মহাজনের পোল পূজামণ্ডল, বাড়া শক্তি সংঘ পূজামণ্ডল এবং সাকুলার রোড পূজা মণ্ডপসহ মোট ৯টি মন্দির পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় তথ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) ও অঙ্গসংগঠনের স্থানীয় নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

স্ত্রী ফিরে না আসায় বাকেরগঞ্জে

ও কলহ থেকে থাকত। কলহেরে জেরে উর্মি বেশ কিছুদিন ধরে বাবার বাড়িতেই অবস্থান করছিলেন। সম্প্রতি পাঁচ দিন আগে একটি কলহসংগ্রামের জন্য দেন উর্মি। নবরজাকককে দেখতে এবং স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে তপু স্বত্বব্যবৃত্তিতে যান। কিন্তু সেখানে আবারও স্ত্রী ও স্বত্বব্যবৃত্তির লোকজনের সঙ্গে কথা-কাটাকটি ও ত্রু্ত পরিবারিক বিষয়েরে সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে সেখানে থেকে ত্রু্ত ক্ষোভ ও অভিমান নিয়ে নিজের বাড়িতে ফিরে আসেন তপু। শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর সঙ্গে এই অভিমান সইতে না পেরে বৃহস্পতিবার দুপুরে বাড়ির পাশের বাগানে গিয়ে আম গাছের ডালে গলায় রশি পটিয়ে নিজের জীবন শেষ করে দেন তিনি। বিষয়টি নিশ্চিত করে বাকেরগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আদিল হোসেন জানান, খবর পেয়ে পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গেছে নিহতের লাশ উদ্ধার করে। পরবর্তীতে ময়নাতদন্তের জন্য মরদেহ বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ (শেখাচিহ্ন) হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলার প্রস্তুতি চলছে।

মধ্যপ্রাচ্যে সেনা কমাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

এক প্রতিবেদনে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের বারতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।প্রতিবেদনে বলা হয়, সাম্প্রতিক দিনগুলোতে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন সামরিক ঘাঁটিতে সেনা উপস্থিতি কমানোর প্রক্রিয়া চালিয়েছে মার্কিন সামরিক বাহিনী। পাশাপাশি মার্কিনের কয়েকটি কূটনৈতিক মিশনে কর্মীসংখ্যা আরও কমাতে নির্দেশ দিয়েছে দেশটির পররাষ্ট্র দপ্তর।তবে এর মনে দেশে সেনা কমানো হচ্ছে, কতজন সেনাসামর্যাকে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে কিংবা কমানো কূটনৈতিক নিয়ন্ত্রণগুলোতে কর্মীসংখ্যা কমানো হবে- এসব বিষয়ে প্রতিবেদনে বিস্তারিত জানানো হয়নি।এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর সৌদি আরবে জন্মগ্রহ নয়- এমন মার্কিন সরকারী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র টমি পিপার্ডের বক্তব্য অনুযায়ী, ইরান-সমর্ষিত হুদিদের সৌদি আর্মির হামলা বেড়েছে। এসব হামলায় বেসামরিক মানুষের প্রাণহানি ও পরিবহনব্যবস্থায় বিঘ্ন বেড়েছে। তবে এই নির্দেশ মধ্যপ্রাচ্যের সব মার্কিন দূতাবাসের জন্য একইভাবে প্রযোজ্য নয়।

‘সর্বোচ্চ বিপজ্জনক’ অবস্থায় হরমুজ

লক্ষাবধ করার তেরোদনের হুমকিতে নতুন করে সংঘাত ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে সামুদ্রিক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ আলেক্সান্দ্রে হুদিস্তের মতে, হরমুজ প্রণালী বর্তমানে বিপদের প্রায় সর্বোচ্চ পর্যায়ে রয়েছে। উভয় পক্ষের কঠোর বক্তব্য পরিস্থিতি শাঙ্গ করার বদলে উত্তেজনা আরও বাড়ানছে।হুদিস্তেরু বলেন, ইরানের ইসলামী বিপ্লবী গার্ড বাহিনী (আইআরজিফ) সম্প্রতি যেসব বাণিজ্যিক জাহাজে হামলা চালিয়েছে, সেগুলো অন্তর্মুভ জাহাজ হরমুজ প্রণালী অতিক্রম করছিল বলে দাবি করেছে বাহিনীরা। এ ধরনের জাহাজ চলাচল অব্যাহত থাকলে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলোতেও হামলা সম্প্রসারণের ইশিয়ার দিয়েছে আইআরজিফ।হুদিস্তেরু ভাষা অনুযায়ী, ইরানের এই হুমকি শুধু মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অঙ্ক্ষটিতে মার্কিন কোম্পানিগুলোর স্বার্থসংরক্ষি্ত স্থাপনাও সম্ভাব্য লক্ষ্যবস্তুর তালিকায় থাকতে পারে। একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রও নিজস্ব কৌশলগত বার্তা দিয়ে ইরানকে সতর্ক করছে বলে মনে করেন এই বিশেষজ্ঞ।তিনি বলেন, এ মুহুর্তে হরমুজ প্রণালী যতটা বিপজ্জনক হতে পারে, আমরা প্রায় সেই সর্বোচ্চ বিপজ্জনক পর্যায়ে রয়েছি। তার মতে, দুই পক্ষের বক্তব্য উত্তেজনা প্রশমনে সহায়ক হচ্ছে না।কূটনৈতিক আলোচনার অপটিমও কঠিন হয়ে পড়ছে। হুদিস্তের বলেন, এই মুহুর্তে মূলত কোনো বিষয়েই দুই পক্ষ একমত নয়।বিশ্বের জ্বালানি পরিবহনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথে উত্তেজনা বাড়ায় বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল ও জ্বালানি সরবরাহ নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সামুদ্রিক নিরাপত্তা সতর্কতায়ও হরমুজ প্রণালী ও আশপাশের জলসীমায় বাণিজ্যিক জাহাজেরে বিরুদ্ধে ইরানের হামলার ঝুঁকি উচ্চ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

জমি বিরোধে গর্ভবতী নারী

প্রতিবেশী মোঃ মহিউদ্দিন ও তার লোকজনের মধ্যে জমিজমা নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে বিরোধ চলে আসছিল। এলাকায় উল্লেখ করা হয়, ঝর্ণা বেগমের স্বামী তার ভাইয়ের কাছ থেকে ১১ শতাংশ জমি ক্রয় করে ঘর তুলে বসবাস করছিলেন, যার ওপর আদালতের ১৪৪/১৪৫ ধারার হুগুতাদেশও রয়েছে। স্বজনরা জানান, গত ২১ অক্টোবর ২০২৬ তারিখ সন্ধ্যা অনুমান ২:০০ ঘটিকার সময় অভিভূক্তরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বলপূর্বক উক্ত জমির ঘরে হামলা চালায় এবং দা-বটি দিয়ে বেড়া কুণিয়ে ক্ষতিসাধন করে। এ সময় ঝর্ণা বেগম প্রতিবাদ করলে অভিভূক্তরা তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাব কর এবং লাঠি, ছেঁনি ও দা দিয়ে এলোপাতাড়ি মারধর শুরু করে। তার ডাক-বিকারে বাড়ীর আর সদস্যরা বাঁচতে এগিয়ে এলে ৯ মাসের অন্তঃসত্তা জা (ভ্রাতৃদের স্ত্রী) বিবি মরিয়মকেও থান্দা দিয়ে ফেলে দেয় অভিভূক্তরা। এতে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে এবং জ্ঞান হারিয়ে ফেললে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এছাড়া হামলাকারীরা তাদের উদ্ধার করতে আসা স্বত্বর-শাওড়ি ও দেবরকেও পিটিয়ে জখম করে এবং প্রাণনাশের হুমকি প্রদান করে বলে অভিযোগ করা হয়। এ বিষয়ে ভুক্তভোগী ঝর্ণা বেগম জানান, “আমার স্বামী বিদেশে থাকার সুযোগে তারা আমাদের জমি দখলের পায়তারা করছে এবং পূর্বের একাধিকবার হেহেতুক ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে আমরা ও আমাদের পরিবার নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। আমরা এ ঘটনার সূহঁ বিচার ও আইনি সহায়তা চাই। স্বস্তিযোগেণের বিষয়টি নিশ্চিত করে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন জানিয়েছে, লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

চাঁা নদীতে অভিযান: ৮ হাজার

পরিচালিত হয়। জেলা মংসা কর্মকর্তা সঞ্জীব সনাতনের নেতৃত্বে নদীর বিভিন্ন প্রান্তে তত্ত্বাশি চালিয়ে এসব অবৈধ জাল উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত জালগুলো পরবর্তীতে স্থানীয় সবস্বাধারের উপস্থিতিতে আত্মকৈ পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়। অভিযানের সার্বিক বিষয় উল্লেখ করে জেলা মংসা কর্মকর্তা সঞ্জীব সনাতন বলেন, “জাতীয় সম্পদ ইলিশ রন্ধা এবং মা ইলিশের নির্বিঘ্ন প্রজনন নিশ্চিত করতে প্রশাসন ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি গ্রহণ করেছে। সরকার নিষেধাজ্ঞা মানার করে কেউ যাতে নদীতে জাল ফেলতে না পারে, সে লক্ষ্যে দিন-রাত সার্বক্ষণিক তদারকি ও অভিযান অব্যাহত রয়েছে।” তিনি আরও যুক্ত করেন, ইলিশের প্রজনন সাংস্কৃতিক কব্বী

সফল হলে এর সফল স্থানীয় জেলেনসহ সর্বস্তরের মানুষই ভোগ করবেন। তাই মা ইলিশ রক্ষায় তিনি সবাইকে তথ্য দিয়ে প্রশাসনের সহযোগিতা করার আহ্বান জানান। এদিকে কাউখালী উপজেলা মংসা অফিসার মোঃ হাফিজুর রহমান জানান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) হোনা আক্তার ও মংসা অধিদপ্তরের সার্বিক নির্দেশনায় মা ইলিশ রক্ষায় নিয়মিত টহল ও অভিযান চালাতে হচ্ছে। নদীর প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা ও মা ইলিশের নিরাপদ প্রজনন নিশ্চিত করতে পুরো প্রজনন মৌসুমজুড়েই এ ধরনের অভিযান কঠোরভাবে পরিচালিত হবে।

নিষেধাজ্ঞায় ঝালকাঠিতে চাল পাননি

নদীতে ইলিশসহ সব ধরনের মাছ ধরার ওপর ২২ দিনের নিষেধাজ্ঞা শুরু হয়েছে। কিন্তু ভরা মৌসুমেও সুপঞ্চা ও বিষখালী নদীতে মেলেনি কাঁজিত ইলিশ। ফলে নিষেধাজ্ঞার আগেই অধিকাংশ জেলের আয়-রোজগার তলানিতে নেমে যায়। তার ওপর এই নিষেধাজ্ঞা তাঁদের জীবনযাত্রাকে আরও সংকটে ফেলে দিয়েছে। নৌকার কাজ বন্ধ রেখে নদীপাড়ে অলস সময় পার করছেন জেলেরা। মো. হান্নিক নামের এক নিরব্ধিত জেলে বলেন, “সরকার নিরব্ধিত জেলেদের মাত্র ২৫ কেজি করে চাল দিয়েছে। আমার পরিবারে সদস্য ৭ জন, রোজ প্রায় ৫ কেজি চাল লাগে। এই অল্প চালেরে করাদিন চর্যে চালের বাইরে অনুমিলিত আরও বাজার-সদাই ও অন্যান্য খরচ তো রয়েই গেছে।” আরেক জেলে সুমন আক্ষেপ করে জানান, অপরোপের আগে থেকেই নদীতে মাছ মিলছিল না। এখন কিস্তি পাওনারদের চাটতে চলেছে। তিনি বলেন, “নিষেধাজ্ঞার এই সময়জটিল অজত খণ্ডেরে বিক্টি আদায় স্থগিত রাখতে সরকারের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।” এ বিষয়ে জেলা মংসা কর্মকর্তা মো. এনামুল হক বলেন, “আমরা জেলার নিরব্ধিত মোট ৭ হাজার ৪৯৪ জন জেলের জন্যই সরকারের কাছে চালের চাহিদা পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু বরাদ্দ এসেছে মাত্র ৪ হাজার ২০০ জনের জন্য। বরাদ্দ কম পাওয়ায় শতজাত জেলের হাতে সরকারি সহায়তার চাল তুলে দেওয়া সম্ভব হয়নি।” নিষে

ফররুখ কাব্যে মাস পরিক্রমা

মাহমুদ ইউসুফ

বাংলাদেশে তুখকের ভূমিতে আবির্ভূত একমাত্র কবি যিনি জাগতিক কোনো শক্তির কাছে আপন শির নত করেন নাই। আত্মসমর্পণ করেননি পেশীশক্তি বা রাষ্ট্রশক্তির দরবারে। আমাদের কাব্যভূমির শ্রেষ্ঠ করিণিন্দ্রী ফররুখ আহমদ। ফররুখের শিল্পভূমিতে রয়েছে নানামাত্রিক সঙ্গ-এসঙ্গ। বাংলাদেশের রূপ, প্রকৃতি, পরিবেশের বহুমাত্রিক বিশ্লেষণের হাড়ি তাঁর কবিতার জগৎ। তাঁর সাহিত্যকর্ম সঙ্গীর্ণ কোনো কাঠামোর মধ্যে বন্দি নয়, বরং কবিতার Crossroad বহন করছে গভীরতর দার্শনিক ও নান্দনিক তাৎপর্য। মাটিরূপ, রস, তাৎপর্য, বৈশিষ্ট্যের স্বতন্ত্ররূপ তাঁর পঙক্তিমালায়। ফররুখ কবিতা বাংলাদেশেরই দর্পণ। বাংলাদেশের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। ফররুখ পাঠে মানে বাংলাদেশ পাঠ, ফররুখ স্টাডিজ মানেই বাংলাদেশ স্টাডিজ, ফররুখকে পড়া মানে বাংলাদেশকেই পড়া, ফররুখকে চেনা মানে বাংলাদেশকে চেনা। ফররুখ আহমদ আর বাংলাদেশ মুদ্রার অভিন্ন পিঠ। দুই সত্তা একাকার। রূপসি বাংলার রূপ, সবুজ শ্যামলিমায় বন্দিত, নন্দিত, স্পন্দিত, শিহরিত, আত্মত, গৃহীত কবিকণ্ঠে। কবির সংবেদনশীল চেতনায় চিরভাষার চিরায়ত আমার সবুজ প্রকৃতি।

বৈশাখ আজ মেঘে সোয়ার তোলো ঢাবুক,
বিরজলি শিখার চমক হানে সেই পথিক্,
যাই ভুলে মোর কর্মসূচি প্রাত্যহিক;
এত্ত তবু তৃষাত মন সমুৎসুক।

হে সেনানী ! বহ্ন হানো ভাঙো এ বুক,
নিম্প্রভ এ প্রান্তর, মন, নির্নিমিখ
প্রতীক্ষমাণ নিরুসাড় মোর সকল দিক্,
তোমার সাথে পাক ভাষা মোর কণ্ঠ মূক্।

নিস্তরঙ্গ জীবন সে তো মুত্য়া মোর,
তুফান তুরঙ্গমে আনো গ্রাণ সেধায়,
আকাশ জুড়ে ছড়াও বড়ের বর্ণ যোর
মুত্য়া নির্বিড় বর্ণে পাংশল রং কে চায়?
দগ্ধ্য ভূমি প্রলয় আনো নও তো চোর
মুত্য়া- মন্দির জীবন আনো ঝড়-শিখায় ॥
(হে বন্য ঝপ্পেরা, বৈশাখ)
৩
বাংলা বর্ষপঞ্জিতে দ্বিতীয় মাস জ্যৈষ্ঠ। জ্যৈষ্ঠের রুদ্র প্রকৃতি
ফররুখ ক্যানভাসে ছাদোছ্লাস সৃষ্টিতে বেগবান।
জ্যৈষ্ঠ তোমার সূর্য কিরণ বর্শা হানো
এ নৈরাজ্য যাক পুড়ে আজ তীব্র দাহে,
যাক সরে আর, যাক দূরে আজ তীব্র দাহে,
জ্বালো তোমার প্রলয় মশাল ধ্বংস আনো।
জ্যৈষ্ঠ তোমার উপরন্তের বর্শা হানো,
আনো দাহন, মুত্য়া-মহান এ খাব গাহে;
আঙুরবনের স্বপ্ন জ্বালাও তীব্র দাহে’
যাক সরে আর যাক দূরে যা ছায়া লান্না!
চৈত্র-উদাস মর্মরে আর পাতরো না কান,
যুগান্তরের বহি মেঘে পাব না ভয়
জ্যৈষ্ঠ-দাহে ভরবে আমার জয় বিঘাণ
ছড়াবো সে উন্ম জ্বালা বিশ্বময়;
মরণ-ভীত দেখবে জেগে সেই সময়। প্রলয় দিনের মাঠে আমার জয় নিশান ॥
(হে বন্য ঝপ্পেরা, জ্যৈষ্ঠ)

৪
কৃষক জীবনে স্বপ্ন আনে আষাঢ় মাস।
যাদের উৎস বৃষ্টি। বৃষ্টির প্রতীক্ষায় থাকে
দেশের সাধকরা। জীবন ও প্রাণের প্রতীক্ষার অবসান ঘটায় আষাঢ়।
বৃষ্টি সর্বদাই নব জীবনের গান গায়। জীবনে ছন্দ ও গতি সৃষ্টি করে বৃষ্টি।
বৃহদ্বী জীবন ঝুই মরীচিকা। বৃষ্টি বয়ে আনে সৃষ্টি চেতনা। গ্রীষ্মে কৃষকও হয়ে
ওঠে উর্ধ্বমুখি চাকক। আষাঢ় সেই অদম্য আত্মের অবসান ঘটায়।
কবি ফররুখ আহমদও কৃষি চেতনায় আত্মত।

আজ আষাঢ়ের পয়লারে ভাই
আজ আষাঢ়ের পয়লা!
আকাশ পানে চেয়ে থাকে
কিযান, চাষি, গয়লা ॥

আবার উৎপাদনে বিপ্লব শুরু হয় এই আষাঢ়েই।
কচি সবুজ ধানের চারা
খোলো মাটির ঢাকনা ॥
(নতুন লেখা, আজ পয়লা আষাঢ়)

বিশ্বপ্রকৃতির অসাধারণ বিস্ত বৈভব ও ঐশ্বর্যের উত্তম দেশ বাংলাদেশ। ইহা শুধু কবির কল্পনা নয়, বাস্তবেরও তাই। বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবন, হাজার হাজার নদ-নদী ও ষড়ঋতুর ষড়ব্যঞ্জন বাংলাদেশেরই একক কৃতিত্ব। গ্রীষ্মের তাপনাহ, বর্ষার বরিধারা, শরতের নীল আকাশ, হেমন্তের গরম-ঠাণ্ডার মিশেলের নবান্ন, শীতের শান্তরূপ, বসন্তের রঙিন পত্র-পল্লব যে আমারই একান্ত আপন সম্পদ। প্রকৃতির স্বপ্ন, শিল্প ও সৃজনশীলতার অনন্য মেলো। প্রকৃতির সঙ্গে বাঙালির মিতালি ঘটিয়েছে মহান প্রভু। দেশের প্রতি আবেগ, ভালোবাসা, প্রেম, অনুরাগ, অনুভব, টান, মমতা, আকর্ষণ, আসক্তির মূলে রয়েছে প্রকৃতির অনাবিল ও নিখাদ ভালোবাসা।

প্রকৃতি বন্দনা, ঋতু বন্দনা, মাস বন্দনায় বাঙালি করিবা নানা শৈল্পিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। তবে মাস পরিক্রমা সাহিত্যে ভুলে আনতে সর্বাপেক্ষা কৃতিত্বের দাবিদার প্রাণ-প্রকৃতির কবি ফররুখ আহমদ। বাংলাদেশের ঙ্-বিভাব, নদী, পণ্ড, পানি, মাছ, বন-বনানি নানাভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে হয়ে আছে ফররুখ কাব্যে। প্রতিবেশ-

৫
আষাঢ় পরিয়ে শ্রাবণ। শ্রাবণের কবিতার কৃষকের বহুল প্রতীকিত বৃষ্টির প্রবল ধারা উপস্থিত। বাঙালির মন-মনানে বেজে ওঠে শ্রাবণের বারিধারা। অবোর ধারায় কবি গেয়ে চলেন:

বিষ্টি নামে রিমঝিমিয়ে,
রিমঝিমিয়ে,
রিমঝিমিয়ে,
..
বাদলা দিনের একটানা সুর
বিষ্টি নামে খুমুর খুমর ॥
(শ্রাবণের বৃষ্টি)

আকাশ, বৃষ্টি, শ্রাবণ, বিষণ্ন চাঁদেয়
রাত অতীত স্মৃতি রোমন্থনে ক্ষীণ
কণ্ঠে বেজে ওঠে মহুহঃ:

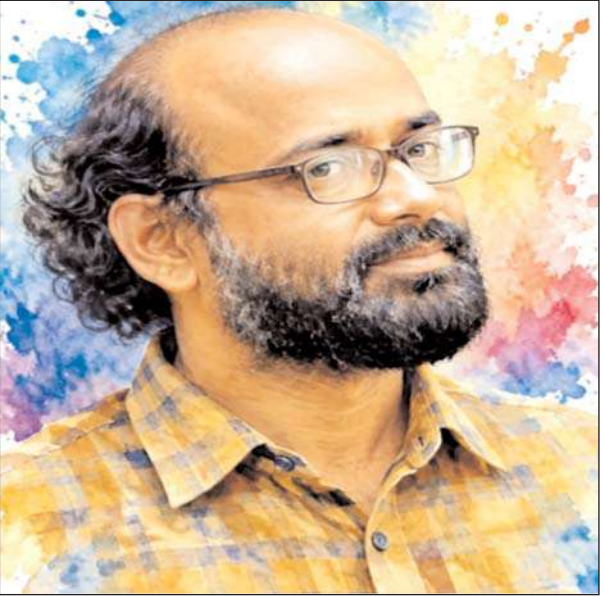
বর্ষার বিষণ্ চাঁদ এ রাতো উঠেছে
তেমনি
যেমন সে উঠেছিল হাজার বছর
আগেকার
বৃষ্টি-ধোয়া আসমানে। সে রাত্রির
অকুট ব্যথার
মৃদু স্বর আছে এ আকাশে। সেই ক্ষীণ
কণ্ঠস্বনি
আমার মনের তারে বেজে ওঠে
আপনআপনি,
শ্রাবণ মেঘের মাঝে ডুবে যায় চাঁদ
যতবার;
যতবার ভেসে ওঠে। দূরে এক অস্পষ্ট মাজার
শতাব্দীর স্মৃতি নিয়ে জাগায় ব্যথার আবেষ্টনী।
(বর্ষার বিষণ্ চাঁদ, মুহূর্তের কবিতা)

৬
সময়, মাস, ঋতু বদলের সাথে মনপ্রকৃতিও বদলে যায় ফররুখ চেতনায়। বৈশাখ, বর্ষা, আশ্বিন, হেমন্ত, পৌষ-মাঘ আর বসন্তে প্রকৃতির রূপ :
নতুন লেখা! নতুন লেখা!
নতুন খুশির আলোক রেখা,
গগনগে আরও বৈশাখে সে,
হঠাৎ কোথায় নুর মোশে,
মেঘলা দিনে ছড়ার সুরে
বাদল মেঘে বাজে দূরে
ইলশেঙড়ি বৃষ্টি মোখে
নতুন ছবি যায় সে এঁকে,
আশ্বিনে ফের ঝলমলিয়ে
যায় সে আলোর ঝলক দিয়ে,
হেমন্তী সুর মাঠে শুনে
যায় সে ধানের খুশি বুনে,
পৌষে আর মাঘের রাতে
জাগে নতুন কল্পনাত্তে,
বসন্তে সে খুশির রঙে
শোনায় ছড়া নতুন ঢঙে।
(নতুন লেখা)



বাংলাদেশে ইকুয়েডর, কিউটো বা কুনমিং নয়। তবুও এখানে ফাল্গুন মানেই বসন্ত। ফাল্গুন মানেই নতুন সকালের প্রত্যাশা। ফাল্গুন হয়ে ওঠে ইদ উৎসব। কবিও ফাল্গুন ইদের খুশিতে মাতোয়ারা।

মানবিক সৌন্দর্যের ঐন্দ্রজালিক কবি নয়ন আহমেদ আল হাফিজ



কবিরা সাধারণত স্বপ্নের ঐন্দ্রজালিক পেখম মেলে হৃদয়ের কথা বলেন আবেগমন্ড ভাষায়; আর কবিতা হলো- আবেগকে জঘাত করার এক অনিন্দ্য সুন্দর শিল্পমাধ্যম। আবেগের সঙ্গে বেগের সম্মিলন ঘটিয়ে কবিরা মানবিক সৌন্দর্যের এমন এক অলৌকিক জগৎ সৃষ্টি করেন যার স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে মানুষ। কেননা কবিতা: মানুষের সরল স্বপ্নের নান্দনিক বয়ানে সত্যত সজাগ; আবেগঘন হৃদয়ের ভাষা দিয়ে সহজিয়া কলাকৌশলে যা প্রকাশিত হয়। এই কলাকৌশল কতোটা মাসুলিক তা বিবেচনা করবেন পাঠক-সমালোচক। তবে দেশ-জাতি ও সমাজকে স্বপ্ন দেখিয়ে কল্যাণের পথে এগিয়ে নেয় কবিসমাজ। মানবিক মূল্যবোধের আলোকিত কারকাজে ভরে যায় তাঁদের কাব্য সংসার। কাব্যের সেই অফুরন্ত দু্যুতি মানুষকে উজ্জীবিত করে, উৎসাহিত করে নিরন্তর।

কবিতা আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বলে, ভালোবাসার কথা। আশা-আকাঙ্ক্ষা আর ভালোবাসার কথা বলতে আবেগের শিল্পিত প্রয়োগ জরুরি। এমনই শিল্পিত আবেগ নিয়ে ‘কিছু মেরুদণ্ডী উচ্ছ্বাস’ শীর্ষক কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন কবি নয়ন আহমেদ। সহজ-সরল ভাষায় জীবনের নানামুখী আনন্দ-বেদনার গাঁথা উপমা-রূপকের মাধ্যমে বলায় চেষ্টা করেছেন তিনি। তার ভাষায় রয়েছে সহজিয়া জীবনদর্শন ও রোমান্টিক পরিবেশ, রয়েছে

জীবন-সংগ্রামের আদর্শিক ছায়াচিত্র। জয়-পরাজয়, প্রেম-বিরহের এক অনন্য সাধারণ ভাষাজগৎ। জৈবনিক চাওয়া-পাওয়া, স্বপ্ন-সম্ভাবনার কথা, আলো ও আঁধারের দ্বন্দ্বের কথা তিনি বলার চেষ্টা করেছেন সহজ-সরল প্রত্যয়ী ভাষায়। তাঁর কবিতার একটি উজ্জ্বল দিক হলো-তাঁর শব্দ প্রয়োগের নতুনত্ব, বাক্যশৈলীর অনন্য বাঞ্ছনা ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ উপমার ব্যবহার। যেমন-

ক. শুরু করতে পারো পাতা থেকে শেকড় অন্দি। / সব পদ্যে লেখা। নিষ্ঠাবান গৃহী আঙন। / আছে একবিন্দু মেঘের বারান্দা-ঘেরা জল ও জীবন ॥[শব্দ, পৃষ্ঠা-০৮]

খ. যমুনার জল গড়াছিল রাধার ওঁচিত্যাবোধের কাছাকাছি: /প্রণয় তখন বাছ প্রসারিত করে মেলানো ছাতার মতোন। / /সাপ, পৃষ্ঠা-১৬]

ঐতিহ্য সচেতন, মার্জিত রুচিস্লিদ্ধ কবি নয়ন আহমেদ ১৯৭১ সালে বরিশালের ঝালকাঠি জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সরকারি বি এম কলেজ থেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে অনার্স ও মাস্টার্স করে বর্তমানে শিক্ষকতা পেশার সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘অসম্ভব অংগন’ প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সালে। এছাড়া ‘বাসা বদলের গল্প’ (২০০৪), ‘আমার বিবাহিত শব্দরা’ [২০১০], ‘খনিয়ু’ [২০১৫], ‘এককাপ গণযোগ্যযোগ’ [২০১৮], ‘মারেফত সিরিজ’ [২০১৯] এবং ‘নাতিদীর্ঘ দুপুরের ধ্বনি’ [২০১৯] সহ মোট চটি কাব্যগ্রন্থ রয়েছে তাঁর। তিনি তাঁর কবিতায় যাপিত জীবনের বৈচিত্র্যপূর্ণ ছবি আঁকার চেষ্টা করেছেন। তাঁর কবিতার কেন্দ্রে রয়েছে মা-মাটি আর মানুষ। তাঁর কাব্যচেতনায় রয়েছে নৈতিক আকাঙ্ক্ষা, সত্য-ন্যায় এবং মানবতার জীবন্ত উপলব্ধি যা তাকে সত্য- প্রেম-পবিত্রতার অনুসন্ধানী করে তোলে। ফলে তাঁর কবিতায় সামাজিক সৌন্দর্য্য, দৈনন্দিন আনন্দ-বেদনার কথা ওঠে আসে সহজিয়া ভাষায়। তাঁর কবিতার প্রাণজ ভাব, ছন্দের অনুরণন এবং চিত্রকল্পের কারুকাজময় বর্ণিল পঙক্তি নিম্নে তুলে ধরছি-

ক. জমিয়ে রেখেছি আমি চুম্বনসিঁজ শিশির, পরমাস্তিক ঘাস: / তার ধার্মিক হৃদয়ের ফলি ফালি মহান যৌবন /আর বিধাহীন গোপন সবুজ অর্হশিণ। /[বাড়ি, পৃষ্ঠা-১৯]

খ. আর্তচিৎকারে বেদনা নামিয়ে আনলো একটা দোয়েল। / একবার গড়াগড়ি খেলো পুরোনো পৃথিবী। /এই উন্নাস্ত

ধ্বনিবাঞ্ছনা ছড়িয়ে পড়াছিলো তৃতীয় গ্রহটির পাড়ায় পাড়ায়! / ফলে, ভেঙে যাচ্ছিলো সকালটা কাদের মতোন। [দোয়েল, পৃষ্ঠা-২২]

গ. অতিথি এসেছে পৃথিবীর নানা প্রান্ত হতে। / আয় বউ, মানবিক প্রণোদনা কিছুটা ছড়াই। / জল, হাওয়া, মাটির কিছু উত্তাপ বনাই। / [অতিথি, পৃষ্ঠা-৪৮]

কবির এই পঙক্তিগুলো উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মনের পর্দায় এমন কিছু চিত্র ভেসে ওঠে যা তাকে আবেগমখিত করে দেয়। তাকে ‘চুম্বনসিঁজ শিশির’ আর ‘গোপন সবুজ’-এর জন্য ব্যাকুল করে তোলে। তার হৃদয় জুড়ে ‘আর্তচিৎকারে বেদনা নামিয়ে আনা দোয়েলের’ জন্য হাহাকার ওঠে এবং ‘মানবিক প্রণোদনা’ নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সাহস যোগায়। এ রকম জীবনমুখী চিন্তা-চেতনার সহজ ভাষাচিত্র রয়েছে এই গ্রন্থের পাতায় পাতায়। এমন আবেগঘন অনেক বিষয়ে কবি উচ্চারণ করেছেন সাবলীল পঙক্তিমালায়। তাঁর কবিতার ভাষা যেমন সহজ, তেমন তিনি ব্যবহার করেন সহজ উপমা-রূপক-উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্প। উদাহরণ হিসেবে তাঁর উপমাশোভিত কয়েকটি পঙক্তি নিচে দেওয়া হলো-

ক. আমি, কত প্রণোদনা পাঠালাম প্রবল সবুজে, মিহি প্রকরণে / খেঁজ চামুকে আতান্ত্রিক; / পাঠালাম জানালার মতো চোখ- / প্রযুক্ত ডানার বিবৃতি: স্বনির্ভর নদী। / [আরোগ্য, পৃষ্ঠা-১৩]

খ. এই উপটৌকন আমি গ্রাহ্য করি লবণের মতো ॥ / উপটৌকন, পৃষ্ঠা-১৪)

শিল্পসৌন্দর্যকে মান্য করেই কবি অত্যন্ত দরদ দিয়ে মানুষের দুঃখ-দুর্দশার কথা বলেছেন, অরাজকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছেন সোচ্চার কণ্ঠে। আন্তরিকতার সঙ্গে জীবনের জয়গান গেয়েছেন। মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়েছেন। এখানে তিনি দেশের গাছি পরিয়ে বৈশ্বিক হয়ে উঠেছেন তাঁর বলিষ্ঠ উচ্চারণের মধ্য দিয়ে। ফলে তাঁর কাব্যভাষা ও ভাব, রূপবৈচিত্র্য ও আঙ্গিক, উপস্থাপনা কৌশল ও শব্দপ্রয়োগের স্টাইল এবং উৎকর্ষিত চিন্তার বহু বর্ণিল ব্যবহার পাঠকহৃদয় ছুঁয়ে যায়। তাঁর কবিতায় কোনো দুর্বোধতা নেই, নেই কোনো জড়তা, যা বলার তা সোজাসুজি বলার চেষ্টা করেছেন কিন্তু তরলতাকে কোনো ভায়েই তিনি প্রণয় দেননি।। মূলত এখানেই তাঁর কবিতার পরিশীলিত নান্দনিকতার গূঢ় রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। তাঁর কাব্য

ফররুখ চর্চাকে যতবেশি প্রাসঙ্গিক বাস্তবতায় আনা যাবে দেশের প্রতি ততবেশি ভালোবাসা সৃষ্টি হবে। ফররুখ কাব্যের মূল উপজীব্য দেশপ্রেম। সত্যতা, দায়িত্বশীলতা ও দায়বদ্ধতা সৃষ্টিতে ফররুখের কবিতা সদাশয় সুবিদিত। পাঠক-পবেষকরা যতই ফররুখ চর্চায় মনোনিবেশ করবেন ততই দেশদরদি হয়ে উঠবেন। এজন্য ফররুখের একাডেমিক পাঠে সার্বজনীনতা অপরিস্যর্হ।

২
বারো মাসের বাংলায় প্রথম মাস বৈশাখ। বৈশাখের প্রকৃতি ফররুখ কাব্যে চির অমলিন। বৈশাখ শুধু তাত্ত্বলীলা নয়। সে ‘মহাবিশ্বেরে রণতর্বাদক’। কঠিন সংগ্রামের মাধ্যমে নতুন প্রাণ সিম্বলের সৈনিক। বৈশাখ হলো শক্তি। শক্তির প্রতিরূপ বৈশাখ। কবিকণ্ঠ তাই উঘেলিত বৈশাখ বন্দনায়:

৭
অগ্রহায়ণ বাংলা বর্ষপঞ্জির অষ্টম মাস। প্রতীক, উপমা, রূপক ও চিত্রকল্পে কবি অর্থবহ করে তোলেন এ মাসকে। হেমন্তের সকাল আর দূরদেশের মুসাফিরের শুভাগমন একই দৃশ্যমায়ায় বন্দি:

অত্মানে হিমের রাত্তে অনেকেই দেখেছে আবার
কাকজোছনার সাদা কাফনে শরীর ঢেকে রেখে
শ্রান্ত সেই মুসাফির এসেছে সুদূর দেশ থেকে:
আমন ধানের মাঠে এনেছে লুকিয়ে ওলনার।
(ময়নামতীর মাঠে/তিন, মুহূর্তের কবিতা)

এ মাসেই ভিন্ন আমেজে, ভিন্ন স্বাদে, নতুন স্বখ-স্বপ্নে পল্লী পরিবার প্রত্যাশার বীজ বুনে। কবির ভাষা আরও গভীর, আরও তাৎপর্যপূর্ণ এবং দর্শন ভাবনায় উদ্দীপ্ত:
আমন ধানের শিষে জাণে যার স্বপ্ন ও প্রত্যাশা
যে চায় অশ্রুর বৃকে জীবনের অর্থময় ভাষা,
মৃত্যুর তুহিন স্পর্শে খোঁজে মুক্ত প্রাণের খবর,
দু’চোখে জড়ায় তার অত্মানের হিমেল কুয়াশা,
ময়নামতীর মাঠে মেলে না তো প্রশ্নের উত্তর ॥
(ময়নামতীর মাঠে/তিন, মুহূর্তের কবিতা)

অগ্রহায়ণের বিকলের ধানখেতে শৈশবের সেই চিরচেনা দৃশ্য:
অগ্রহায়ণ!অগ্রহায়ণ!
অচিন দেশে যায় ভেসে মন,
দিন ফুরালে বকের পাখায়
মল্টা উড়ে হিম কুয়াশায়,
আবছা আঁধার রক্তের ছায়ায়
অচিন দেশে ব্যঙ্গমা যায় ॥

৮
পৌষের হিমশীতল বাতাস একালে দুর্লভ হলেও সেকালে কাঁপিয়ে দিত বাঙালি জীবন। উত্তরী বায় এলোমেলো
পউষ এলো! পউষ এলো!
হিমেল হাওয়ায় শিরশিরিয়ে
এলো অচিন সড়ক দিয়ে,
মাঠ, ঘাট, বন ঝিমিয়ে গেলো;
পউষ এলো! পউষ এলো!
শীত সমাপনীতে ফাল্গনের শুভলগ্নে প্রকৃতিতে নামে যৌবনের জোয়ার, ফুলে ফুলে ভরে যায় মন। বৃক পত্র-পল্লবের রঙের ছড়াছড়ি, সবুজের সমারোহে নতুন উদ্দীপনা। কবির কলমও ছন্দ বিলায় পরম সুখস্বপ্নে:
‘বনানী সেজেছে সাকি ফুলের পেয়লা নিয়ে হাতে’,
ভূহিন শীতের শেষে দেখি আজ মুক্ত রূপ তার,
গাছে গাছে, ডালে ডালে তারুণ্যের জেগেছে জোয়ার;
জেগেছে ফুলের কুঁড়ি অরণ্যের মন্দির বিলাতে।
এতদিন যে অধ্যায় বর্ণে গন্ধে পারেনি মিলাতে
এখন পেয়েছে তব্বী সেই বর্ণ, ফুল-গন্ধ তার,
সবুজের আন্তরগে জীবনের অজস্র সম্ভাব
পেয়েছে বনানী ফিরে আজ এই ফাল্গুন প্রভাতে।
(ফাল্গুনে, মুহূর্তের কবিতা)

আবার ফাগুনেই ডানাওয়লা কণ্ঠশিল্পী তার সমস্ত সুর, শক্তি, ছন্দ বিলায় আপন মহিমায়:
হৃদয়ের সব সুর, অনুরাগ কণ্ঠে তার ঢেলে
এ নির্জন বনছায় গেয়ে যায় প্রচ্ছন্ন কোকিল।
(ফাল্গুনে, মুহূর্তের কবিতা)

বাংলাদেশে ইকুয়েডর, কিউটো বা কুনমিং নয়। তবুও এখানে ফাল্গুন মানেই বসন্ত। ফাল্গুন মানেই নতুন সকালের প্রত্যাশা। ফাল্গুন হয়ে ওঠে ইদ উৎসব। কবিও ফাল্গুন ইদের খুশিতে মাতোয়ারা।

স্টাইল সহজিয়া রূপে-রসে-গন্ধে-মাধুর্যে ভরপুর। বাহুলা বর্জিত তাঁর উপমা-রূপকের ব্যবহারে নেই কোনো জড়তা, নেই কোনো শৈথিল্য। ছন্দ-ভাব-চিত্তা-বিশ্বাস ও সৌন্দর্যে তাঁর কবিতা অনন্য।
যেমন-
ক. আর্তনাদ, ঈর্ষা আর সন্দেহ কাটলাম; / সেখানে লিখলাম- ফুল। /শেষে লিখলাম-ভালোবাসা। / ভালোবাসতে কি পেরেছো, মানুষ? / [লেখা, পৃষ্ঠা-৪৫]

খ. কাশফুলে দুলছে আকাশ। প্রেমের এ পাঠশালায় বসো। / [সহপাঠ, পৃষ্ঠা-৪৬]

পণ্ডিত এরিস্টটল কবিতার জন্য ৫টি বিষয় অধিক গুরুত্বের সঙ্গে দেখেছেন- স্বরভঙ্গি, কাব্যিক আবেদন, ঐতিহ্য সন্ধান, উন্নততর চরিত্র এবং বাচনিক ভঙ্গি [সূত্র: এরিস্টটলের পোয়েটিক্স, বন্দিউর রহমান, গতিধারা প্রকাশনী, ঢাকা, পৃষ্ঠা-৬২]। এই বিষয়গুলোকে সামনে রেখে আমরা বলতে পারি যে, নয়ন আহমেদ তাঁর কবিতায় অত্যন্ত সচেতনভাৱে এ বিষয়গুলোকে ধারণ করেছেন সাফল্যের সঙ্গে। এই বৈশিষ্ট্য নিয়েই তিনি আমাদের যাপিত জীবনের যাবতীয় হতাশা-ব্যর্থতা, আর্তনাদ-হাহাকার, ঈর্ষা ও সন্দেহ কেটে দিয়ে ভালোবাসা লিখে দিতে পারেন অবলীলায়। তিনি কবিতাকে দেখেন ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র এবং সকল মানুষের ইতিহাস ঐতিহ্যের মাধ্যম হিসেবে। আর এভাবে ভাষার সম্ভাবনা নির্ণয়ের মধেই কবিতার ঐতিহ্য লুকিয়ে থাকে। সেই লুকানো রহস্য ভেদ করেই তিনি বলেন, ‘হিংসাদের নেই কোনো সবুজ ইউনিফর্ম-পরা মহাকাব্য: চিরকাল’ [হিংসা, পৃষ্ঠা-০৭] কিংবা ‘আঙন পরেছে তীব্র সূর্যশাট, বাতাস সবুজ শাড়ি’ [১৯৭১, পৃষ্ঠা-১৭]।

মানবিক সৌন্দর্যের অনন্যশিল্পী কবি নয়ন আহমেদ এমনই বোধগম্য ভাষায় তাঁর পঙক্তিমালা উপস্থাপন করেছেন ‘কিছু মেরুদণ্ডী উচ্ছ্বাস’ নামক কাব্যগ্রন্থে। আশা করি ‘পথিমিত্তা প্রকাশন’ থেকে প্রকাশিত ১৫০ টাকা মূল্যের ৪৮ পৃষ্ঠার বকঝকে ছাপা ও সুন্দর প্রচ্ছদের এ কাব্যগ্রন্থটি বোদ্ধা পাঠক-সমালোচকদের কাছে ভালো লাগবে। আমরা কবির সাফল্য কামনা করি। তাঁর কাব্যজীবন সুখমন্ডিত হোক।

লেখক: কবি ও সাহিত্য-সমালোচক

